# *জাদুঘর ও ইতিহাস-বিবাদ*
## *না বলা কথা বলে জাদুঘর*

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

কথা ইতিহাস আর জাদুঘরের আন্ত:সম্পর্ক নিয়ে। তবে এই আন্ত:সম্পর্কের ইতিহাস সাধারণ্যে গৃহীত বা প্রচলিত ইতিহাস নয়; বরং সেই ইতিহাস যা নিয়ে বিবাদ বা বিতর্ক আছে। কাজেই শুরুতে মোটা দাগে জেনে নেয়া যাক ইতিহাস কী অথবা জাদুঘর-ই কী? লেখাবাহুল্য, জ্ঞাতব্য দুটো বিষয় নিয়ে অল্পবিস্তর অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আলোচনা ও পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করার স্বার্থে সংজ্ঞামূলক একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরের বয়ান অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইতিহাস কী এবং কেমন তা নিয়ে পণ্ডিতি বয়ান প্রতুল, কিন্তু যা বর্তমান আলোচনায় কাম্য নয়; সাধারণ কিছু কথা বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা ইতিহাসকে বলতেন ইতি+হ+আস; অর্থাৎ এমন ছিল বা এভাবেই ঘটেছিল। বোধগম্য, এমন সংজ্ঞায়নে সত্যলগ্নতা নির্দিষ্ট হলেও কালিক প্রেক্ষাপটে অতীতকেই বোঝানো হয়েছে। আর ইতিহাস নিয়ে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা-ও তাই। কিন্তু এখন ইতিহাস অনেক বড় ক্যানভাসের ব্যাপার। অতীত ও বর্তমান নিয়ে এখন ইতিহাসের কারবার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা ইতিহাসের গতিময় একটি শাখার নাম সমসাময়িক ইতিহাস। অর্থাৎ শাস্ত্র হিসেবে ইতিহাসের এক ধরনের paradigm shift হয়েছে। সেকারণে আমি ইতিহাসের সংজ্ঞায়ন করি এভাবে: অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের অনুধাবন (understanding of the present in the context of the past)।

তবে সময়ের আবর্তন-বিবর্তনে ইতিহাস-ধারণার যতই হেরফের হোক না কেন উপজীব্যের প্রশ্নে ইতিহাস অপরিবর্তিত থেকে গেছে। ইতিহাসের উপজীব্য সত্য, যাকে উনিশ শতকের জার্মান ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ফন র‍্যাঙ্কে বলেছেন নগ্ন সত্য (naked truth)। নগ্ন সত্যলগ্ন ইতিহাস কাউকে তুষ্ট বা রুষ্ট করে না; ইতিহাস তুষ্ট করে শুধু সত্যকে, সত্যকে রুষ্ট করা ইতিহাসের জন্যে ক্ষমাহীন পাপ। ইতিহাসের 'ভৃগু-ভগবান' সত্য। ইতিহাস সত্য ছাড়া আর কাউকে করে না কুর্নিশ।

তবে ইতিহাসের সত্য নিয়ে কথা আছে। ইতিহাসের সত্য চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক। ইতিহাসের সত্য তথ্য-উৎসারিত। তথ্যের হেরফের হলে ইতিহাস-সত্যেরও হেরফের হয়। অবশ্য বিকৃতির মাধ্যমে তথ্যের হেরফের হলে এমন তথ্য ইতিহাসের জন্যে নয়। তথ্যের হেরফের মানে পুরনো তথ্যের জায়গায় নতুন তথ্য পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতে ইতিহাসের নতুন উপসংহার তৈরি করা। তবে মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের তথ্য যাচাই-বাছাইকৃত দালিলিক প্রমাণভিত্তিক তথ্য। এ কারণে ইতিহাসের তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে; এবং যা হলো, গ্রহণ-বর্জন-সংশ্লেষণ। তবে মোদ্দা কথাটি হলো, ইতিহাসকে সর্বদাই সত্যলগ্ন থাকতে হয়। সত্য-তথ্য বিচ্যুত বয়ান ইতিহাসের অপলাপ মাত্র। ইতিহাসের সত্য এমন যাকে স্কটল্যান্ডের দার্শনিক উইলিয়াম হ্যামিল্টন বলেছেন, "Truth, like a torch, the more it's shook it shines"। সত্যের চর্চা মানেই তো হলো সত্যের উদ্ভাসন। এমিল জোলার ভাষায় ইতিহাসের প্রতীতি "Truth is on the march, nothing can stop it"। আর ইতিহাসের সঙ্গীত হয় "আনন্দলোকে মঙ্গল আলোকে বিরাজ সত্য সুন্দর"।

সত্য-সুন্দর এমন ইতিহাস নিয়ে তো বিবাদ হবার কথা নয়, বা সত্য ইতিহাসের কথা অব্যক্ত থাকে এমনও তো হয়। কেন এমন হয় সে কথায় পরে আসছি। তবে ইতিহাসের এমন দশার বিরুদ্ধে সদাই উচ্চকিত জাদুঘরের সংগৃহীত দলিল-প্রমাণ।

এ পর্যায়ে জাদুঘর কী এবং কেমন তা নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। Webster's New Collegiate Dictionary জাদুঘরের সংজ্ঞা দিচ্ছে এভাবে: "an institution devoted to

the procurement, care, study and display of objects of lasting interest or value; অথবা "a place where objects are exhibited"। বোধগম্য, জাদুঘরের যা কিছু সংগ্রহ ও প্রদর্শন তা সবই ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত। জাদুঘর ইতিহাস নির্মাণ করে না, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ যোগান দেয়; এবং যার প্রতি ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধরা যাক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কথা। একটি বিশেষায়িত জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি শুধু মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক তথা-উপাত্ত ধারণ করে। কিন্তু বিপরীতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম মানব প্রজাতির সামগ্রিক আবর্তন-বিবর্তন সংক্রান্ত একটি ব্যাপক জাদুঘর। মানব-মননের সৃষ্টি যা কিছু তার নমুনা এই জাদুঘরে দৃশ্যমান। ইংরেজ কথাসাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উলফ এই ব্রিটিশ মিউজিয়াম নিয়ে তাই উচ্চারণ করেন, "There is in the British Museum an enormous mind. Consider that Plato is there check by jowl with Aristotle, and Shakespeare with Marlowe. This great mind is hoarded beyond the power of any single mind to possess it." প্যারিসের ল্যূভর মিউজিয়াম, বেইজিং ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ওয়াশিংটন ডি. সি. স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, লন্ডন ন্যাশনাল গ্যালারী এবং নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম বিশ্বের বড় জাদুঘরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। জাদুঘরের রকমফের আছে। যেমন চিত্রকলার জাদুঘর, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, বিজ্ঞান জাদুঘর, যুদ্ধ জাদুঘর এবং শিশু জাদুঘর। দ্য ওয়ার্লড মিউজিয়াম কমিউনিটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের ২০২টি দেশে বর্তমানে ৫৫,০০০ জাদুঘর আছে।

ইতিহাস ও জাদুঘরের আন্তঃসম্পর্ক কী? ইতিহাস সত্য তথ্যভিত্তিক সত্যভাষণ করে; জাদুঘর সত্যলগ্ন তথ্য-উপাত্ত ধারণ করে। জাদুঘর ইতিহাসের পশ্চাদ্ভূমি (hinterland) হিসেবে কাজ করে। এক কথায় একে অপরের পরিপূরক। অন্য কথায় জাদুঘর ইতিহাসের অতন্দ্র প্রহরীও বটে। ইতিহাস যেন দিকভ্রান্ত না হয় তার জন্যে জাদুঘর সদাই প্রস্তুত তার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভাণ্ডার নিয়ে। তবে ইতিহাসের পশ্চাদ্ভূমি বা অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে জাদুঘরের সীমাবদ্ধতা আছে। ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্য-উপাত্ত জাদুঘরে স্থান পায়; এবং সেই সুবাদে জাদুঘর অতীত হওয়া ইতিহাসের জোগানদার হতে পারে। কিন্তু ঘটমান ইতিহাস বা যাকে বলে instant history তার জোগানদার হওয়া সম্ভব নয় জাদুঘরের।

যদি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ইতিহাস ও জাদুঘর আন্তঃসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে জাদুঘরটি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও তার পটভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ধারণ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের হদিশ এই জাদুঘরে পাওয়ার কথা নয়। আর যদিও পাওয়া যায় তা জাদুঘরটির বাড়তি আগ্রহের কারণে হতে পারে। অবশ্য জানা আছে যে, কোন জাদুঘরই ঘটমান বর্তমান বা চলমান ইতিহাস সংক্রান্ত নয়।

ইতিহাস-বিবাদ বা ইতিহাস-বিতর্কের সঙ্গে জাদুঘরের কোন সম্পর্ক নেই। জাদুঘর ইতিহাস তৈরি করে না; জাদুঘর ইতিহাসের জোগানদার মাত্র। আর জাদুঘরের ধর্মে এক ধরনের নির্মোহতা আছে; জাদুঘরকে থাকতে হয় দল, গোষ্ঠী, মত ও পথের উর্দ্ধে, কিন্তু সত্যলগ্ন। কাজেই জাদুঘরের সংগ্রহ ও প্রদর্শন নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক হবার কথা নয়। অবশ্য কোন জাদুঘর যদি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পক্ষপাতদুষ্ট দলিল প্রমাণ হাজির করে তখন তা নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু সাধারণত জাদুঘরের কাজ হলো, বিবাদ-বিতর্কহীন ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত হাজির রাখা। যে কথা যেকোন কারণে না বলা থাকে তা জাদুঘরের নীরব ভাষায় উচ্চারিত থাকে। যথার্থ ইতিহাসের মতো জাদুঘরেরও 'ভৃগু-ভগবান' সত্য।

রাজনীতি ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ ইতিহাসের ওপর চড়াও হলে ইতিহাস বিকৃত হয়; ইতিহাস তার 'ভৃগু-ভগবান' বিচ্যুত হয়। আর এমন গর্হিত কাজটি করেন সেই ইতিহাস চর্চাকারীরা যাদের শৈলী দক্ষতা থাকলেও ইতিহাস-প্রাসঙ্গিক মননের ঘাটতি লক্ষণীয়। এই কারণে ইংরেজ ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাকটন ইতিহাস চর্চাকারীর শৈলী-পারঙ্গমতার চেয়েও তার মনন-সৌকর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে মোদ্দা কথাটি হলো, গ্রহণযোগ্য মানের ইতিহাসচর্চাকারীর শৈলী ও মননের মিথস্ক্রিয়া আবশ্যক।

ইতিহাস-বিবাদ-বিতর্কের দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে প্রচুর। ধরা যাক, মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আমাদের রাজনীতির অঙ্গনে তপ্ত বিতর্ক চলমান। তবে বিতর্ক রাজনীতির, ইতিহাসের নয়। রাজনীতির এই বিতর্কের তথ্য রাজনীতিবিদের স্বকপোলকল্পিত তথ্য; আর ইতিহাসের তথ্য সত্য। ইতিহাসের তথ্য বলে স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু। আর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রক্রিয়ায় জিয়াউর রহমানও উল্লেখ্য। কারণ তিনি ২৭ মার্চ প্রথমে নিজের নামে স্বাধীনতার বার্তা প্রচার করলে ত্রুটি নির্দেশিত হলে পরবর্তী দুটো সম্প্রচার বঙ্গবন্ধুর নামেই করেছিলেন। উপরন্তু, '৭২-এর ২৬ মার্চ "সাপ্তাহিক বিচিত্রা"য় জিয়াউর রহমান 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণকেই স্বাধীনতার "সবুজ সংকেত" বলেছিলেন। এটাই ইতিহাস; আর এই ইতিহাসের কথা বলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংরক্ষিত দলিল প্রমাণ। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কের সৃজন-সম্প্রসারণ '৯১-পরবর্তী সময়ে। আরো উল্লেখ্য, বিএনপি-র ভাষ্য অনুসারে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক হলে স্বাধীনতা দিবস হয় ২৭ মার্চ। তাহলে তো বাংলাদেশের বয়স একদিন কমে যায়, তা সম্ভব নয়। ইতিহাস বিকৃত করা গেলেও বদলানো সম্ভব নয়। ইতিহাস ইতিহাসই, রাজনীতি নয়। রাজনীতির বিবাদ ইতিহাসের বিবাদ নয়। তাত্ত্বিকভাবে ইতিহাস বিবাদ বলে কিছু নেই; বাস্তবে যে ইতিহাস-বিবাদ দৃশ্যমান হয় তা ইতিহাস পদবাচ্য নয়।

রাজনীতি যে ইতিহাস-বিবাদের সৃষ্টি করে তার প্রমাণ সরকার বদল হলে পাঠ্যপুস্তকেও ইতিহাসেরও বদল হয়। এমন বদল শুধু বাংলাদেশেই যে হয় তা নয়, ভারত ও পাকিস্তানেও হয়। বিষয়টি নিয়ে মার্কিন অধ্যাপক Yvette Rosser '৯৮-'৯৯-এ গবেষণা করেছিলেন। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা থেকে বিশদ জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু সরকারি উদ্যোগে ও পোষকতায় যে ইতিহাস রচিত হয় তাতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়, ইতিহাসের তথ্য নয়। জানা আছে, যদুনাথ সরকারের অভিজ্ঞতার কথা। সরকারি উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রকল্পে তিনি ছিলেন প্রধান। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। কারণ তার উপলব্ধি হয়েছিল যে, তিনি পেশাগতভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

ইতিহাসে যে বিবাদ-বিতর্ক তার সঙ্গে জাদুঘর সংশ্লিষ্ট হয় না কখনও। বিবাদ-বিতর্কে ইতিহাসের যে সত্য আড়াল হয় তা জাদুঘর নীরবে-সরবে ধারণ করে, এবং জাদুঘর তা পারে। কারণ জাদুঘর রাজনীতি-নিরপেক্ষ; রাজনীতি জাদুঘরের ওপর চড়াও হতে পারে না। কাজেই জাদুঘরের সত্যলগ্নতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং জাদুঘর ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের বলতে না পারা কথাগুলো অবলীলায় বলতে পারে।

সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়